আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠ পাড়ায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

অনুষ্ঠানে হাসান কাদির গনু বলেন, পৌর নির্বাচনের আর সময় নেই। আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন মাঠে কাজ করতে হবে। ইতোপূর্বে পৌরসভায় দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা, ড্রেন, সাপ্লাই পানিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার নয়, আপনাদের সকলের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজি রবিউল হক, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ ঠান্ডু, সোহেল রানা শাহিন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, হারদি কলেজের প্রফেসর জান্টু, মুরগি ব্যবসায়ী রাব্বি, মোস্তাক, ৭ নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মাঠপাড়া গ্রামের মন্ডল আবুল কাসেম, স্কুলের শিক্ষক ঠান্টু, প্রবাসী সাইদুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর

মামুনের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে খারিজের টাকা ফেরৎ চাওয়ায় মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

মারধরের ঘটনাটি গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে ঘটেছে।

এ মারপিটের ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ রবিবার সন্ধ্যায় মীমাংসা হবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মামুন দীর্ঘদিন যাবৎ মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে।

এ সুযোগে জমি খারিজের নামে কম্পিউটার অপারেটর মামুন গত ২ বছর পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে আব্বাসের নিকট থেকে ১৪ হাজার টাকা নেয়।

গত ২ বছর পার হলেও আব্বাসে জমি খারিজ করতে অপারগতা স্বীকার করে মামুন। কিন্তু জমি খারিজ না করতে পারলেও ১৪ হাজার টাকাও আব্বাস ফেরৎ দেয় না।

বিভিন্ন সময় আব্বাস মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে গিয়ে তার টাকা ফেরৎ চাইলেও তাকে টাকা ফেরৎ দিবে দীর্ঘদিন আশ্বস্ত দেয়। ইতোমধ্যে কম্পিউটার অপারেটর মামুনের সাথে আব্বাস যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তা বৃথা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে আব্বাস এনায়েতপুর থেকে আলমডাঙ্গা বাজারে আসছিলো। চলন্ত অবস্থায় পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে মামুনের ভাড়া বাড়ির সামনে দেখা হয়।
আব্বাস মামুনের কাছে খারিজের টাকা ফেরৎ চায়। এ সময় তাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মামুন ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাসকে গায়ের সার্টের কলার ধরে তার বাড়ির মধ্যে নিয়ে বেধরক মারপিট করে।

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর উপস্থিতে মারামারি ঠেকিয়ে দেয়। এই ঘটনায়

আপোশ-মীমাংসার জন্য বিভিন্ন স্থানে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ সন্ধ্যায় মীমাংসা হবার সম্ভবনা আছে বলে সূত্র জানায়।

আলমডাঙ্গায় মুজিববর্ষে ৫০ ভূমিহীন পরিবারকে জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর

‘কখনও ভাবিনি নিজের নামে এক টুকরো জমি হবে। ভেবেছিলাম স্বামী- সন্তানের সংসার নিয়ে এভাবেই একদিন চলে যাব।

কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া জায়গা ও ঘরের মালিক হবো এটা ভাবতেই খুশি লাগে। এমনটাই জানান ভূমিহীন ব্যক্তিরা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সারাদেশে ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় জমি ও ঘর হস্তান্তরের।
এরপরই আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫০ টি ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম চলে।

অনুষ্টানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়নকবির, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হরকের উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, সমাজ সেবা

কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা শারমীন, সমবায় কর্মকর্তা মজিবর রহমান, মৎস সম্প্রসারণ করামকর্তা আব্দুল মালেক, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, কাউছার আহম্মদ বাবলু, নুরুল ইসলাম নুরু, নজরুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, আবু সাইদ পিন্টু, তরিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ।

ঘন কুয়াশা: আলমডাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন

মাঘের শুরু থেকে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। শীত বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে ঘন কুয়াশা। সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা যেন চারিদিক ঘিরে ফেলছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় মাঠ-ঘাট, সড়ক-মহাসড়কসহ গোটা এলাকা।

আর এমন তীব্র ঘন কুয়াশায় চুয়াডাঙ্গা -কুষ্টিয়া এবং আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন।

গত দুই দিন ধরে ঘন কুয়াশার কারণে ব্যস্ততম সড়কগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে যান চলাচল।

গত শুক্রবার রাত ১১টার পর থেকে হঠাৎ করে বেড়েছে কুয়াশার তীব্রতা। ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে মহাসড়কের চারপাশ।

ফলে সড়ককে সব ধরনের যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গিয়েছে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা অংশে সূর্যের দেখা মেলেনি। রাত গড়িয়ে সকাল হলেও ঘন কুয়াশায় বুঝার উপায় ছিল না, দিন আর রাতের পার্থক্য।

বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের যেসব এলাকায় গাছপালা নেই বা আশপাশে বাড়ি-ঘর নেই সেসব নির্জন জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যায়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা শহরের সড়কের পাশে বড় জলাশয়গুলোতে ঘন কুয়াশায় মহাসড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেসব এলাকাগুলোতে ফগ লাইটও কাজে আসছে না।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে হাইওয়ে পুলিশ কঠোর ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যাচ্ছে। চালকরা তখন সড়কের আঁকা বাকা বুঝে উঠতে পারে না। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কখনো রোড ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লাগছে আবার কখনো গাড়ি খাদে পড়ে যায়।

তবে এখন পর্যন্ত এ এলাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী। প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি । আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে।

আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ,

শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির,

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক

বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি ।

আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান,

বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের

দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

আলমডাঙ্গা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সম্পাদক মধুকে বহিষ্কার

আলমডাঙ্গা উপজেলা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল সন্ধ্যায় এই জরুরী সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সকল সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মধুকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে র্যাবের হাতে ঢাকায় গ্রেফতার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জনাব শেখ শরিফুল ইসলাম, সভাপতি জনাব এ্যাডঃ সিরাজুল ইসলাম লাল্টু, সহ-সভাপতি কাজী আলী আজগর সাচ্চু, সহ-সভাপতি প্রভাষক মিজানুর রহমান মিজা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, কোষাধ্যক্ষ সালাউদ্দিন গিলবার্ট, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান রেজা মুন্না, প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক শেখ জুয়েল, সদস্য- শাহীন, সানিসহ আরো অনেকে।

সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সাধারণ সম্পাদক পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল।
উক্ত সিদ্ধান্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি বরাবর পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, আমি হাসান কাদীর গনু একজন ব্যক্তি, কিন্তু নৌকা আমাদের সকলের। দলীয় নেন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা দিয়েছেন, আমি নেন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ, আমার নেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলেন এপির কাছে কৃতজ্ঞ এবং আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমি মনে করি আমরা যে কয়জন দলের কাছে মনোনয়ন চেয়েছিলাম, তারা সকলেই মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য।

তবুও দলীয় মনোনয়ন বোর্ড আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে, আশা করি আপনারা সকলেই দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারির পৌর সভা নির্বাচনে নৌকার পক্ষে কাজ করবেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, সিরাজুল ইসলাম, পৌর যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ-সভাপতি ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, আমিনুল হক মোল্লা, সিরাজুল ইসলাম, রেজাউল হক তবা, মজিবুল হক, মহিদুল ইসলাম মুহিদ, উৎপল, দ্বীনেস কুমার বিশ্বাস, পরিমল কুমার, জাহাঙ্গীর আলম, শহিদুল হক মোল্লা, শাফায়েতুল্লা, কামাল হোসেন, সোনা উল্লা, পৌর ছাত্র লীগের সভাপতি নয়ন সরকার, শাহিন, সাকিব, অটলসহ সকল ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি সম্পাদক বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ৫ মাদকসেবীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের এ জরিমানা করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের খাসকররা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মাঠের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদক সেবিদের আনাগোনা দেখা যায়।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশের আইসি সুব্রত বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মদ সেবনের সময় ৫ জনকে আটক করে। আটকের বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলিকে অবগত করেন। পরে নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের মাধ্যমে খাসকররা গ্রামের উজ্জল আলির ছেলে ইকবালকে ১০ হাজার টাকা, মৃত আকবারের ছেলে আশাদুলকে ৫ হাজার টাকা, সিরাজুল

ইসলামের ছেলে মহাম্মদ আলিকে ১২ হাজার টাকা, চাঁদ মোল্লার ছেলে সাগরকে ১০ হাজার টাকা, মান্নান হোসেনের ছেলে তরিকুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

মোট ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আলমডাঙ্গায় ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গাফ্ফারের নির্বাচনী গণসংযোগ

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর ৫ নং ওয়ার্ডে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফারের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে এরশাদপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় গণসংযোগ করেন।

এ সময় কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফার ওয়ার্ড বাসীর সাথে কুশোল বিনিময় ও ভোট চান ।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন আরিফ, আসাবুল, লতিফ, মনিরুদ্দিন, ইসরাইল হোসেন, বেল্টু, মুকুল, কছিমদ্দিন, আব্দুর রশিদ, মারজুল, রেজাউল, মানিক মালিতা, রতন মালিতা, লাল্টু, সিহাব, সাকিব, রুহুল, নাইমুর, আশিক, আলিফ, মানিক, প্রমুখ।